# ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটে কার্যকর করারোপের প্রস্তাবনা

০৮ মে ২০২৫

Unnayan Shamannay

## ধারণা পত্র

### আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সিগারেটে করের প্রস্তাবনা

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায়, বিশেষ করে কিশোর-তরুণ এবং নিম্ন আয়শ্রেণীর নাগরিকদের সিগারেটের ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশের তামাক-বিরোধী নাগরিক সংগঠনগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের ওপর কার্যকর করারোপের প্রস্তাবনা হাজির করেছে।

**চিত্র ০১:** আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সিগারেটের স্তর চারটি থেকে তিনটিতে নামিয়ে এনে দশ-শলাকার প্যাকেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবনা

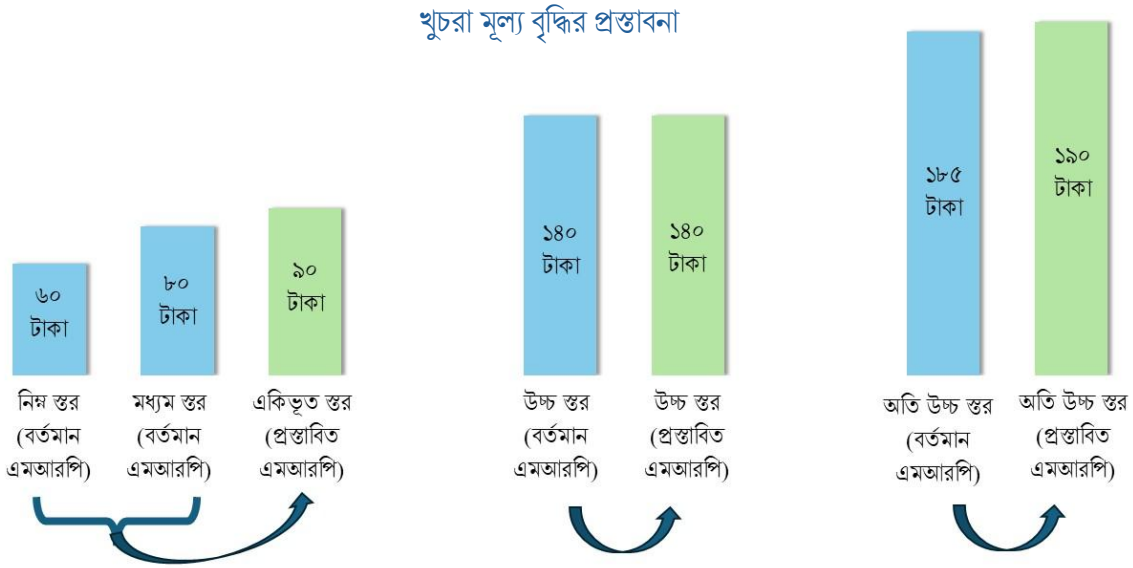


সকল স্তরের সিগারেটের ওপর ৬৭ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক, ১৫ শতাংশ ভ্যাট ও ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে

সিগারেটের স্তরের সংখ্যা কমিয়ে আনলে সিগারেট ব্যবহার যেমন কমবে, তেমনি সিগারেট বিক্রি থেকে রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়াও সহজতর হবে। তাই আসন্ন অর্থবছরে সিগারেটের স্তরের সংখ্যা চারটি থেকে কমিয়ে তিনটি করার প্রস্তাব করছে দেশের তামাক-বিরোধী নাগরিক সংগঠনগুলো। বর্তমানে নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সিগারেটের একেকটি শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য যথাক্রমে ৬ টাকা ও ৮ টাকা। আসন্ন অর্থবছরে এ দুটি স্তরকে একিভূত করে নতুন একটি স্তর ঘোষণা করে সেই স্তরের সিগারেটের এককটি শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৯ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উচ্চ স্তরের সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য অপরিবর্তিত রেখে, অতি উচ্চ স্তরের সিগারেটের একেকটি শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৯ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান সম্পূরক শুল্ক (৬৭ শতাংশ), ভ্যাট (১৫ শতাংশ) এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ (১ শতাংশ) আগামী অর্থবছরেও বহাল রেখে নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রস্তাবনা অনুসারে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বাড়ালে যে ইতিবাচক প্রভাবগুলো পড়বে তা পরের পৃষ্ঠায় চিত্র ০২-এ দেখানো হয়েছে।

**চিত্র ০২:** আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তামাক-বিরোধী নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব

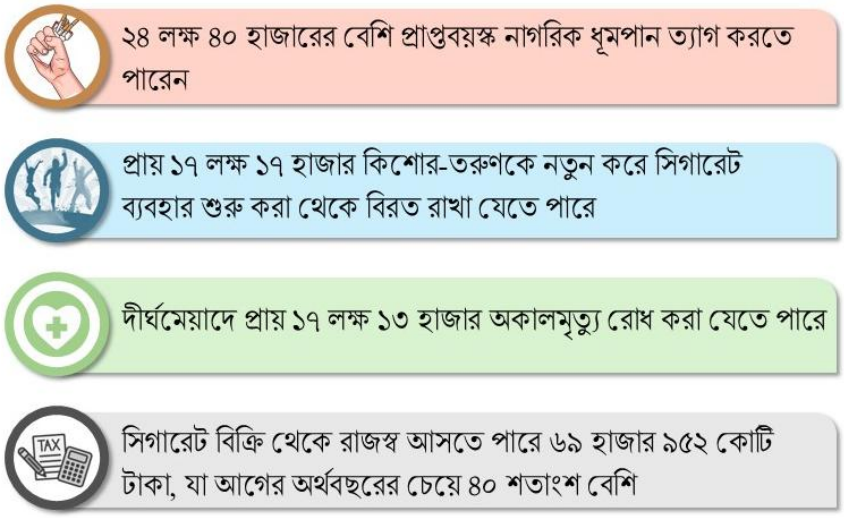


আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটে করারোপের ক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনের প্রস্তাবনাগুলো প্রতিফলিত হলে, তার ফলে ২৪ লক্ষের বেশি সিগারেট ব্যবহারকারি সিগারেট ছেড়ে দিতে পারেন। শুধু তাই নয়, ১৭ লক্ষের বেশি কিশোর-তরুণের নতুন করে সিগারেট ব্যবহার শুরু করাও ঠেকানো যাবে। এসবের প্রভাবে দীর্ঘমেয়াদে ১৭ লক্ষের বেশি অকালমৃত্যুও প্রতিহত করা যাবে।

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যাপক ইতিবাচক অগ্রগতির পাশাপাশি এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের ফলে চলতি অর্থবছরের তুলনায় আগামী অর্থবছরে **৪০ শতাংশ বেশি রাজস্ব আসতে পারে সিগারেট বিক্রি থেকে।**

## আগের অর্থবছরগুলোতে সিগারেটের দাম ও কর কার্যকরভাবে বাড়ানো হয়নি

সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে বাংলাদেশে বাজেটে বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের দাম অল্প অল্প করে বাড়ানো হয়েছে (এবং ঐ বর্ধিত মূল্যের ওপর শতাংশ হিসেবে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট আহরণ করা হয়েছে)। তবে এই অল্প অল্প বৃদ্ধির কৌশল কাঙ্ক্ষিত সুফল দিতে পারেনি। কারণ সিগারেটের দাম যে হারে বাড়ানো হয়েছে, তা নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির তুলনায় নগণ্য। ফলে সিগারেট সহজলভ্যই থেকে গেছে। যেমন: সর্বশেষ তিন অর্থবছরে (অর্থাৎ ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ সময়কালে) **চাল, সয়াবিন তেল, ফার্মের মুরগী, মসুর ডাল, এবং চিনির মতো নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে যথাক্রমে ৯ শতাংশ থেকে ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত। অথচ বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের দাম গড়ে বেড়েছে মাত্র ৭.২৫ শতাংশ।**

সিগারেটের দাম যথাযথভাবে বাড়িয়ে তার ওপর কার্যকর করারোপ না করার ফলে মারাত্মক ক্ষতিকারক এই পণ্য ক্রমেই আরও সহজলভ্য হয়ে উঠছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায়- প্রতি বছর বিক্রি হওয়া সিগারেটের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান থেকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে **প্রতি বছর ৪ শতাংশ হারে সিগারেট বিক্রি বাড়ছে।**

**চিত্র ০৩:** সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোত বিক্রি হওয়া সিগারেটের পরিমাণ (বিলিয়ন শলাকা হিসেবে)

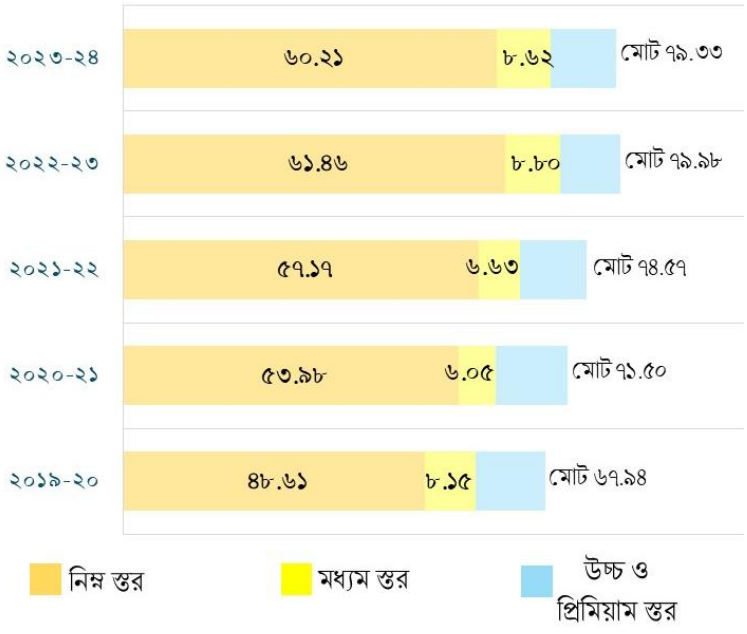


২০১৯-২০ অর্থবছরে সিগারেট বিক্রি হয়েছিলো প্রায় ৬ হাজার ৮০০ কোটি শলাকা যা ক্রমেই বেড়ে ২০২৩-২৪-এ এসে ৭ হাজার ৯ শত কোটির বেশি হয়েছে (চিত্র ০৩ দেখুন)।

সিগারেটের বিক্রি বাড়লেও কার্যকরভাবে করারোপ না করার ফলে রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে সরকার। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং তামাক-বিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকদের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বশেষ পাঁচ অর্থবছরের প্রতিটিতে সিগারেট বিক্রি থেকে সরকার যে রাজস্ব আহরণ করেছে, তামাক-বিরোধী নাগরিক সংগঠনগুলোর দাবি অনুসারে কার্যকর করারোপ করা গেলে তার তুলনায় ১১ থেকে ২৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি রাজস্ব আয় করা সম্ভব হতো। ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ সময়কালে সিগারেটে কার্যকর **করারোপ না করার ফলে প্রতি বছর গড়ে ৬,৬০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারিয়েছে সরকার।**

## সিগারেটের দাম উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়িয়ে কার্যকর করারোপের ফল কি হতে পারে?

আসন্ন অর্থবছরে নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রস্তাব বাজেটে প্রতিফলিত হলে কতোটা সুফল পাওয়া যাবে?- এমন প্রশ্ন আসতে পারে। এর **উত্তর পাওয়া যাবে চলতি অর্থবছরের অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করলে**। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছর শুরুর আগেই নাগরিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সিগারেটে কার্যকর করারোপের প্রস্তাবনা থাকলেও বাজেটে তা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি। তবে বছরের মাঝখানে এসে আবারও সকল স্তরের সিগারেটের দাম বাড়ানো হয়েছে এবং সকল স্তরের ওপর একই বর্ধিত হারে (৬৭ শতাংশ হারে) সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে (চিত্র ০৪ দেখুন)।

**চিত্র ০৪:** ২০২৪-২৫-এ বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের ১০-শলাকার প্যাকেটের দাম (টাকায়) ও প্রযোজ্য শুল্ক হারে রদ-বদল

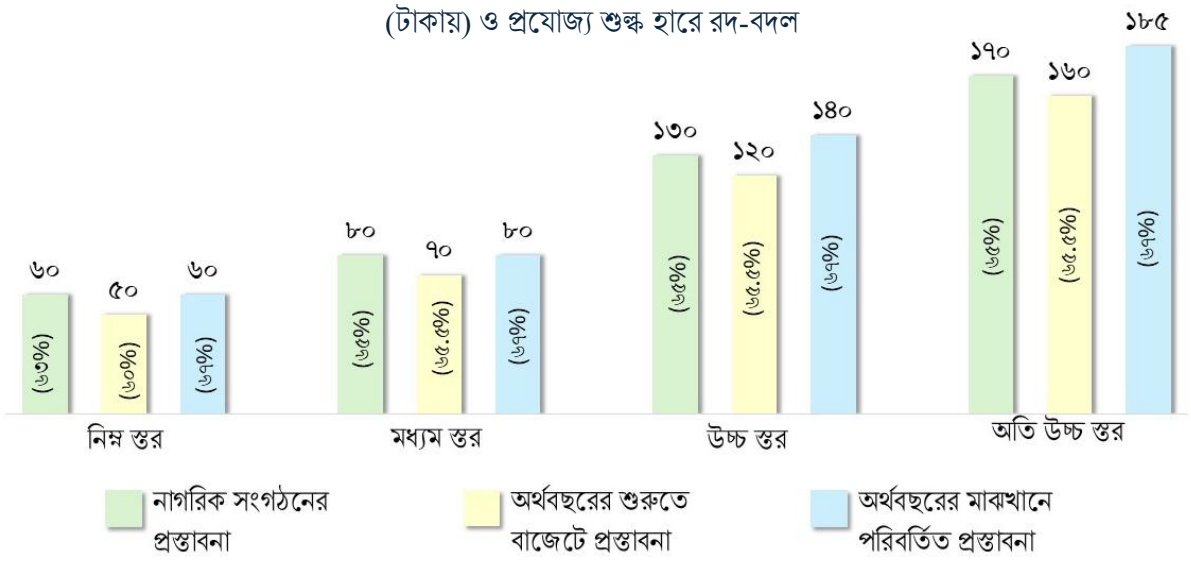


(%)-এর মাধ্যমে প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক হার দেখানো হয়েছে। এছাড়া সকল ক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট এবং ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ প্রযোজ্য।

চলতি অর্থবছরের মাঝামাঝি এসে বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের দাম ৮ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এতে করে সিগারেট ব্যবহারকারিদের এই মারাত্মক পণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই কমেছে। তবে উল্লেখ্য যে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দামও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়েছে। এই সময়ের ব্যবধানে সিগারেটের দাম গড় হিসেবে বেড়েছে ১৭.৩ শতাংশ। চালের দামও প্রায় একই অনুপাতে (১৬.৭ শতাংশ) বেড়েছে। তবে মসুরের ডালের দামবৃদ্ধি (৪.৮%) সিগারেটের দামবৃদ্ধির চেয়ে কম। অন্য দিকে সয়াবিন তেল ও ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে সিগারেটের চেয়ে বেশি অনুপাতে (চিত্র ০৫ দেখুন)।

অর্থবছরের মাঝামাঝি সিগারেটের দাম উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ানোর পরও কিছু নিত্যপণ্যের দামবৃদ্ধির তুলনায় সিগারেটের দামবৃদ্ধি কম হয়েছে। তবুও সিগারেটের দাম সচরাচর যতোটা বাড়ানো হয় তার চেয়ে বেশি অনুপাতে বাড়ানো হয়েছে। ওই বার্ধিত দামের ওপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্কও বাড়ানো হয়েছে। ফলে- সিগারেট ব্যবহার হ্রাসে রাজস্ব বোর্ডের এই পদক্ষেপ বিশেষ সহায়ক হবে। তবে অর্থবছরের শুরুতেই নাগরিক সমাজের দাবি মতো খুচরা মূল্য বাড়িয়ে বর্ধিত হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করলে আরও বেশি সুফল পাওয়া যেত।

**চিত্র ০৫:** চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দামবৃদ্ধির সঙ্গে সিগারেটের দামবৃদ্ধির তুলনা

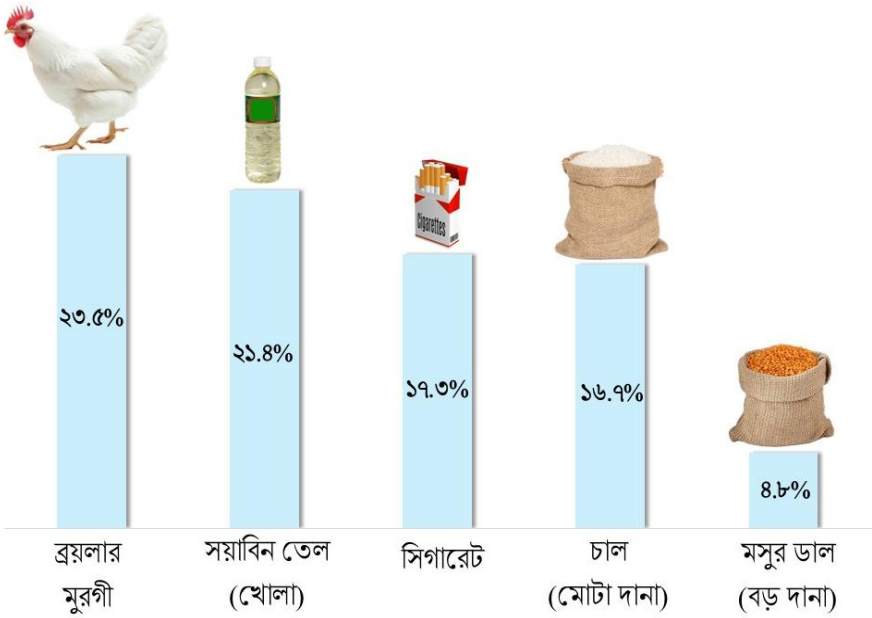


অর্থবছরের শুরুতে বাজেটের প্রস্তাবনাটি পুরো বছর বহাল রাখলে ৪৪ হাজার কোটি টাকার কম রাজস্ব পাওয়া যেতো সিগারেট বিক্রি থেকে। বছরের মাঝখানে এসে রদবদলের সুবাদে এই রাজস্বের

পরিমাণ এখন প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে বছরের শুরুতেই কার্যকর করারোপ করলে বছর শেষে ৫১ হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব পাওয়া সম্ভব হতো।

ধূমপানের হার কমানো ও সিগারেট ব্যবহারজনিত অকালমৃত্যু প্রতিরোধ-সহ জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার অন্যান্য নির্দেশকের ক্ষেত্রেও অর্থবছরের শুরুতে নাগরিক সমাজের দেয়া প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়ন করলে একই রকম বাড়তি সুফল পাওয়া সম্ভব হতো (চিত্র ০৬ দেখুন)।

**চিত্র ০৬:** ২০২৪-২৫-এ বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের ১০-শলাকার প্যাকেটের দাম ও প্রযোজ্য শুল্ক হার রদ-বদলের ফলাফল

| | অর্থবছরের শুরুর কর কাঠামো বহাল থাকলে | অর্থবছরের মাঝখানে কর কাঠামো পরিবর্তনের ফলে | শুরুতেই নাগরিক সমাজের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করলে |
|---|---|---|---|
| ধূমপানের হার | ১৫.১% থেকে কমে ১৪.৬১% হতো | ১৪.১৯% হতে পারে | ১৩.৮৪% হতে পারতো |
| ধূমপান ত্যাগ | ৫ লক্ষ ৬১ হাজার ধূমপায়ী সিগারেট ব্যবহার ছাড়তেন | ১০ লক্ষ ৭০ হাজার ধূমপায়ী সিগারেট ব্যবহার ছাড়তে পারেন | ১৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ধূমপায়ী সিগারেট ব্যবহার ছাড়তে পারতেন |
| ধূমপান শুরু থেকে বিরত রাখা | ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার কিশোর-তরুণকে বিরত রাখা যেতো | ৭ লক্ষ ৫৩ হাজার কিশোর-তরুণকে বিরত রাখা যেতে পারে | ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার কিশোর-তরুণকে বিরত রাখা যেতে পারতো |
| অকাল মৃত্যু প্রতিরোধ | ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার অকালমৃত্যু ঠেকানো যেতো | ৭ লক্ষ ৫১ হাজার অকালমৃত্যু ঠেকানো যেতে পারে | ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার অকালমৃত্যু ঠেকানো যেতে পারতো |

কাজেই চলতি অর্থবছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তামাক-বিরোধী নাগরিক সংগঠনের কার্যকর করারোপের প্রস্তাবগুলো দেরিতে হলেও জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত করার ফলে একদিকে যেমন জনস্বাস্থ্য আরও সুরক্ষিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সরকারের রাজস্ব আয়ও বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

ফলে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য সিগারেটের স্তর সংখ্যা কমানো এবং এক শলাকা সিগারেটের এমআরপি অন্তত ৯ টাকা করার যে প্রস্তাবনা নাগরিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে হাজির করা হয়েছে (প্রথম পৃষ্ঠা দেখুন), সেগুলো জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হলে দেশে সিগারেটের ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে।

আসন্ন অর্থবছরের সিগারেটের ওপর কার্যকর করারোপের এই প্রস্তাবনাগুলো ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থ বিভাগ (অর্থ মন্ত্রণালয়)-সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিনিময়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। নাগরিক পরিসরে বিভিন্ন আলোচনাতেও এ বিষয়গুলো বারবার তুলে ধরা হচ্ছে। জুন ২০২৫-এ জাতীয় বাজেট উত্থাপন পর্যন্ত সকল অংশীজনের পক্ষ থেকে জনচাপ অব্যহত রাখা গেলে ২০২৫-২৬ বছরের বাজেটে সিগারেটের ওপর কার্যকর করারোপ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

উন্নয়ন সমন্বয়

উন্নয়ন সমন্বয় বাংলাদেশে তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়তে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসিতে বিনিয়োজিত রয়েছে। এ বিষয়ে উন্নয়ন সমন্বয়ের প্রকাশনাগুলোর জন্য ডান পাশের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।